بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪২২
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

# বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এদিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে।

আজকের এদিনে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহীদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যারফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবী উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতামুক্ত এবং আধুনিক ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ৭বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। পবিত্র সংবিধান ও গণতন্ত্র এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখি। দেশ ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ নেই।

আমি সকল ভাষা শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

**PRIME MINISTER**
**GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH**

9 Falgun 1422
21 February 2016

## Message

I extend my good wishes to the Bangla-speaking people and people of all languages and cultures across the world on the occasion of the glorious Martyrs and International Mother Language Day.

The greatest Ekushey is the symbol of grief, strength and glory in the life of every Bangalee. On this day in 1952, many valiant sons of the soil, including Rafiq, Shafique, Salam, Jabbar and Barkat, sacrificed their lives for protecting the dignity of the mother tongue.

I pay my deep homage to the memories of the martyrs. I also pay my deep respect to the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Banganadhu Sheikh Mujibur Rahman, who had steered the language movement from inside the jail, and all other language veterans.

In 1948, State Language Movement Council was constituted comprising Tamuddin Majlish, Student League and other student bodies as per a proposal of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The council called a general strike on 11 March 1948 to realise the demand for recognising Bangla as the state language. Bangabandhu along with a number of student leaders was arrested on the day from in front of the Secretariat. They were released on 15 March. Sheikh Mujibur Rahman chaired a public meeting at Amtola on the Dhaka University campus on 16 March. The movement spread all over the country.

On 11 September 1948, Bangabandhu was arrested from Faridpur. He was released on 21 January 1949. He was again detained on 19 April and released at the end of July. On 14 October, Bangabandhu was again arrested from Dhaka and confined to jail. His undaunted inspiration from inside the jail provided new impetus to the people's movement. In continuation of the movement, the language martyrs sacrificed their precious lives on 21 February 1952 while breaking Section 144 imposed by the rulers.

The resonance of the pride of Amar Ekushey is now resounded in the hearts of the people of 193 countries surpassing the boundary of Bangladesh.

The day has been reached to a new height when the UNESCO gave recognition to the 21st February as the International Mother Language Day on 17 November 1999 at the initiative of the then Awami League government and with the help of some expatriate Bangladeshis, including Salam and Rafiq. The International Mother Language Day is now a source of inspiration to all people of the world in establishing the truth and justice.

We have taken initiative to make Bangla, spoken by 25 crore people of the world, as one of the official languages of the UN. I have already placed the demand before the UNGA. We established International Mother Language Institute to preserve the languages of the world and carry out research on those.

The greatest Ekushey is the symbol of our democratic values, Bangalaee nationalism, spirit of liberation struggle and secularism. Our government has relentlessly been working to build a modern prosperous Bangladesh free from poverty, hunger, terrorism and communalism being imbued with the spirit of the great Ekushey. During the last 7 years, our government achieved desired progress in all sectors. Bangladesh is now a role model for development in the world.

Let us arouse ourselves with the spirit of the immortal Ekushey sinking all petty differences. Let us vow to protect the dignity of our constitution and democratic journey. Let us take a fresh vow to work together for the uplift of lot of the common people.

I pray to the Almighty Allah for salvation of the departed souls of the Language Martyrs.